



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 235 - 242

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বুদ্ধদেব গুহ-র কয়েকটি উপন্যাসে লোক উপাদানের অনুষণ

পূজা সোনকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : pujasonkar2212@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Folklore,
Culture,
Indigenous
People, Folk
Festivals, Folk
Customs,
Lifestyle, Folk
Belief, Folk
Superstitions.

Abstract

The customs, principles, reforms and belief of a folk society form a part of the folk element. Buddhadeb Guha has brought various references to folk elements in his writings. Buddhadeb Guha, fascinated by the magical beauty of nature, has repeatedly travelled to different parts of India. Just as he witnessed the joys and sorrows and lifestyles of the deprived and oppressed people of those regions, he also felt with his heart the folk beliefs, tradition, and culture of the indigenous people accustomed to living a forest life. Buddhadeb Guha has depicted in his novels the unique lifestyles, customs, beliefs, traditions and culture of people living far from the complexities of modern life. One can learn about the people of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh etc. and their lifestyles by reading Buddhadeb Guha's novels. The folk culture of Bengal is based on the customs and beliefs of the rural indigenous people. Buddhadeb Guha, in his novel, introduces us to the lost folk traditions and culture by highlighting folk elements such as folk beliefs, folk deities, folk songs, folk dances and folk tales. Reading his novels, one can discover folk elements derived from the daily lives of marginalized indigenous people. Buddhadeb Guha's novels have taken on a different dimension in their depiction of both elements. While roaming around different parts of India on the pretext of hunting, he collected various folk elements and delineated those elements with utmost compassion in his novels, Buddhadeb Guha, who had diverse experiences, witnessed the lives of different communities and incorporated their life stories and folk elements into his novels. These folk elements sometimes appear in the form of songs and sometimes in the form of rhymes and proverbs. Because of his unwavering attraction to folk elements, Buddhadeb Guha's novels have become unique in their fascination with folk beliefs and folk culture.

Discussion

লোকায়ত সমাজের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস তথা জীবনাচরণের সমস্ত কিছুই লোক উপাদানের অন্তর্গত। লোকসংস্কৃতির নানান উপাদানকে লোক উপাদান বলা হয়। লোকসংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Folklore'। 'Folk' শব্দটির অর্থ লোক। প্রাচীন বিশ্বাস, কাহিনি প্রভৃতি বোঝানোর জন্য 'Lore' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ঐতিহ্যই হল লোকসংস্কৃতির মূল বিষয়।

একই ভৌগোলিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকসমাজের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, জীবনচর্চা, ঐতিহ্য প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। লোকবিশ্বাস, লোকগান, লোকনৃত্য, লোক উৎসব, লোক সংস্কার সবই হল লোকসংস্কৃতিরই নানা উপাদান।

বুদ্ধদেব গুহ এক স্বতন্ত্র কথাকার। তাঁর উপন্যাসের সমগ্র পটভূমিতে আছে মানুষ ও প্রকৃতির নানান কথা। মানুষের টুকরো গল্প আর প্রকৃতির টুকরো ছবি দিয়ে বুদ্ধদেব গুহ-র সাহিত্য গড়ে উঠেছে। নিসর্গ প্রকৃতি বুদ্ধদেবের সাহিত্যে অপরূপভাবে বর্ণিত। এই প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষদের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি, দেব-দেবী, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সমস্ত লোক উপাদানকে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। শিকারের অছিলায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি গিয়েছেন এবং সেখানকার লোক উপাদানগুলিকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সেইসব অঞ্চলের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আবিষ্কার করেছেন তাদের লোক উপাদানগুলিকে। গ্রামীণ লোকায়ত সমাজের বসবাসকারী মানুষদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। এই প্রান্তিক মানুষদের দৈনন্দিন জীবন থেকে উৎসারিত লোক খাদ্য, পানীয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবকিছুরই পরিচয় পায় বুদ্ধদেব গুহ-র উপন্যাসে। বুদ্ধদেব গুহ-র ‘কোয়েলের কাছে’, ‘একটু উষ্ণতার জন্য’, ‘পারিধী’, ‘সম’ উপন্যাসে আছে লোকজীবিকা, লোকবিশ্বাস, লোক উৎসব, লোকগান, লোকনৃত্য, লোকসংস্কার, লোকখাদ্য, লোকভাষা, লোকপানীয় প্রভৃতি লোক উপাদানের প্রসঙ্গ।

বুদ্ধদেব গুহর ‘সম’ উপন্যাসে লোকজীবিকার কথা জানতে পারি। কেশকাল ঘাটি অঞ্চলে নানা উপজাতির লোকেরা বসবাস করে। ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির লোকদের জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গ আছে। গড়রা উপজাতির লোকেরা জঙ্গল নির্ভর জীবন যাপন করে। গাদারিয়া উপজাতির লোকেরা গবাদিপশু চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ঘাসিয়া প্রজাতির লোকদের কাজ ঘাসকাটা। গোলন্দ-রা জঙ্গলের অধিবাসী হলেও কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করে। গঞ্জমালি-দের পেশা পৌরহিত্য করা। গাউরিয়া-রা অনেকটা সাপুড়ীদের মতো জীবন ধারণ করে। এরা সাপ ধরে পোষ মানায়; এছাড়াও নানা ধরনের ভেলকি দেখায়। হালবা-রা জংলি জীবন-যাপন করে। হালওয়াই-রা মিষ্টি বানায়। কেওট বা ইনঝায়ার-দের জীবিকা নৌকা চালানো অথবা মাছ ধরা। যারা মদ চোলাই করে তাদের বলে কালার। বানজার-রা যাযাবর। কাসির-রা কাঁসার কারবার করে। যারা কেরানির কাজ করে তাদের বলে করণ। বাজি তৈরি করে যারা তারা হল কাদের। জলাহা-রা তাঁত বোনে। কাচেরা জাতির লোকেরা কাঁচের চুড়ি বানায়। আর সুগন্ধির কারবার করে যারা তারা হলেন আতরী।

‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে আছে লোকজীবিকার কথা। পালামৌ অঞ্চলে ওঁরাও দের প্রধান জীবিকা শিকার করা। স্বীকার করে আনতো গুয়ার, কোটরা, সম্বর, হরিণ। এইসব পশুর মাংস এরা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে খেত। পালামৌ অঞ্চলের অন্যতম নদী কোয়েল। এই নদীর পাড়ে বসবাস করে ওঁরাও, খাঁরওয়ার গোষ্ঠীর মানুষেরা। খাঁরওয়ারদের লোকদেবতা মুচুকরানির প্রসঙ্গ আছে ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে। মুচুকরানি খাঁরওয়ারদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। অনেকে একে দুর্য়োগিয়া দেবতাও বলে। বহুরাজ পাহাড়ের গুহায় মুচুকরানির বাস। উক্কামন্দ গ্রামের লোক মুচুকরানির বাবার বাড়ির লোক। উক্কামন্দের কণাদি পাহাড়ে মুচুকরানির বরের বাস। কণাদি পাহাড়ে সবাই নাচ গান করতে করতে পৌঁছে যেত। সেখানে মুচুকরানিকে পূজো দিয়ে পালকি থেকে নামানো হত। মুচুকরানির শুভবিবাহ সম্পন্ন হলে সবাই আনন্দ করতে করতে নেমে আসত। এভাবেই উৎসব শেষ হত।

‘পারিধী’ উপন্যাসেও আছে লোকদেবতার কথা। উড়িষ্যার বিড়িগড়ে কন্দ উপজাতির বাস। তাদের অনেক দেবদেবী আছেন। যেমন— কাটি পেনু, এসু পেনু, জামো পেনু, টানা পেনু, ডারেনি পেনু, টারেনী পেনু, খিভি পেনু, মউলী ইত্যাদি। টানা পেনু ও ডারেনি পেনু গ্রামের রক্ষয়িত্রী। প্রতি গ্রামের পাশে এই দেবীর ঠাঁই থাকে। ডারেনি পেনুর প্রেমিক টারেনী পেনু। ডারেনি পেনুর ভাই খিভি পেনু। খিভি পেনুর কাছে গ্রামের মানুষেরা বলি, পূজো, আরজি, আবদার করে। মউলী দেবতাকে কন্দরা ভয় করে। মউলী যেখানে থাকেন বলে ওরা বিশ্বাস করে, তার ধারে কাছে কেউ যায় না।

মানুষের আচার-সংস্কারকে বুদ্ধদেব গুহ তুলে ধরেছেন ‘সম’, ‘পারিধী’ উপন্যাসের মাধ্যমে। ‘সম’ উপন্যাসে দেখা যায় উড়িষ্যার কেশকাল ঘাটি অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির বাস। তাদের মধ্যে ভ্রাতা উপজাতির মধ্যে একটা রীতি প্রচলিত

আছে যে, তাদের ছেলের বিয়ের পর গলায় পৈতা পরে। মারিয়ারা থাকে উঁচু পাহাড়ে। ভ্রাতা উপজাতির মেয়েরা আজও উর্ধ্বাঙ্গে কিছু পরে না।

‘পারিধী’ উপন্যাসে আছে লোকাচারের নানান প্রসঙ্গ। উড়িষ্যার বিড়িগড় এলাকায় কন্দ উপজাতির লোকদের বাস। কন্দদের মধ্যে ‘মেরিয়া’ বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে। ‘মেরিয়া’ শব্দে অপমানিত বোধ করে কন্দরা। বহুদিন আগে কন্দদের মধ্যে নরবলির প্রচলন ছিল। সমতলের অধিবাসীরা ছোট ছোট ছেলে ধরে কন্দদের কাছে বিক্রি করে দিত। অনেক সময় নিজেদের ছেলেকেই বিক্রি করে দিত। সেই ছেলেটিকে কন্দদের গ্রামে রেখে অত্যন্ত আদর ও সমারোহের মধ্যে মানুষ করা হত। তারপর ছেলেটি প্রাপ্তবয়স্ক হলে একসময় তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হত, বলি দেওয়া হবে বলে। এদের বলা হত মেরিয়া।

অনেক মেরিয়া বড় বয়স অবধি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতো, অনেক মেরিয়াকে তাদের প্রভুর বাড়িতে থাকাকালীন প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রামের মেয়ের সঙ্গে সহবাস করতে হত। বংশবৃদ্ধি করতে হত এবং তাদের প্রভুরা অন্য গ্রামে বা গোষ্ঠীর কাছে তার মেরিয়া বংশধরদের বিক্রি করতো। মেরিয়াকে যেদিন বলি দেওয়া হত সেদিন তার শরীর থেকে মাংস কেটে নেওয়া হত। সে প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করত এবং গ্রামের লোকেরা তার পিছন পিছন ধাওয়া করে তার গা থেকে মাংস কেটে কেটে নিত। তারপর সেই মাংস নিজের নিজের বাড়ির সামনে পুঁতে রাখতো। এই মেরিয়ার মাংস দিয়ে ওরা এক রকমের ধূপ তৈরি করতো। পরিবারের কোনো লোক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে এই মেরিয়া ধূপ দেওয়া হত রোগীর ঘরে এবং তাতেই নাকি রোগী সেরে উঠতো।

যেদিন মেরিয়া বলি হত সেদিন গ্রামের সমস্ত লোকদের আগে থেকে খবর দেওয়া থাকতো। মেরিয়া বলি সাধারণত গরমের দিনে এপ্রিল-মে মাসে হত, বর্ষার আগে সেদিন সকাল থেকে ম্রিভি পেনুকে মিষ্টি, চাল, ফুল ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হত। তারপর হতভাগ্য মেরিয়াকে নিম্ন তেল মাখিয়ে মালা পরিয়ে জানির (পুরোহিত) বাড়ির সামনে নিয়ে আসা হত। সেখানে ততক্ষণে গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে নাচতে আরম্ভ করে দিত। জানির বাড়ির সামনে একটা খোঁটা পোঁতা থাকত সেদিন। মেরিয়াকে ওই খোঁটার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হত গান গাইতে গাইতে। তারপর সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তার মাংস খুবলে খুবলে কাটা হত। অবশেষে তাকে পবিত্র ভূমি বারিরিতে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে জানি (পুরোহিত) তার মাথার পেছনের একটা অংশ কেটে নিত তারপর শুয়োরের রক্ত ভর্তি একটা গর্তের মধ্যে তাকে ফেলে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হত।

মৃতদেহ সংকারের ক্ষেত্রেও কন্দদের মধ্যে বেশ কিছু লোকাচার লক্ষ করা যেত। মৃতদেহ দাহ করার সময় মৃতের চিতা কাঠ দিয়ে সাজিয়ে মৃতের ব্যবহৃত জামাকাপড় এবং যন্ত্রপাতি চিতায় ফেলে দেওয়া হত। চিতা জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়ার পরে সে ছাইয়ের গাদায় কেউ হাত দিত না। পরদিন সকালে জানি এসে মন্ত্র পড়ে যারা শ্মশানে গিয়েছিল তাদের শুদ্ধ করতেন। গর্ভবতী মেয়ে ও এক মাসের বাচ্চা মারা গেলে তাদের কবর দিত কন্দরা। গর্ভবতী মেয়েরা মরার পর পেত্নী হতে পারে তাই মৃত্যুর পায়ে হাঁটুর কাছে লোহার টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হত। অনেক সময় মৃত্যুর বুক গেঁথে দেওয়া হতো লোহার চামচ। কারণ কন্দদের বিশ্বাস ছিল অশরীরী প্রেতাত্মা যদি মেয়েদের শরীর ছেড়ে বেরোয় তবে তা হাঁটু দিয়ে অথবা বুক দিয়ে।

এছাড়া কন্দদের নবজাতক শিশুর অশৌচ শেষ হয় একরকম রীতির মধ্য দিয়ে। শিশুর জন্মের একমাস পরে পূর্বপুরুষদের পূজা দিয়ে মোরগ বলি দেওয়া হত। মোরগের রক্ত গাছের শুকনো ছালের মধ্যে করে এনে ঘরের চার দেওয়ালে লেপে দেওয়া হত। এবং সেই ছালটাকে দরজার উপর ঝুলিয়ে রেখে দিত। গ্রামের জানি নবজাতক শিশুর নারী পুরুষ সকল পূর্বসূরীদের নাম বলে যেতেন। এই নাম দ্রুত বলার সময় জানির হাতে থাকা ধনুকটা কেঁপে উঠলে নবজাতকের মধ্যে সেই পূর্বসূরী ফিরে এসেছে বলে মনে করা হত।

‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে আছে পালামৌ অঞ্চলের মানুষদের লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ। আদিবাসীদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাস। ওঁরাও চাষীদের লোক-বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আছে এই উপন্যাসে—

“ওদের মধ্যে কেউ কেউ মাংস রোদে শুকিয়ে রেখে দেবে। তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে যখন বীজ ছড়াবে ক্ষেতে সেই ধান কিংবা বাজরা কি মারুয়ার সঙ্গে মাংস দেবে মিশিয়ে ওদের বিশ্বাস তাতে ফসল ভালো হবে। শিকার জিনিসটাকে ওরা নিছক শখ বলে জানেনি। তার সাফল্য-অসাফল্যের উপর ওদের কৃষির সাফল্য-অসাফল্য নির্ভরশীল; একথা ওঁরাও চাষী আজও বিশ্বাস করে।”^১

বেতলা অঞ্চলের ওঁরাওরা মনে করে ‘দারহা’ বলে এক রকমের ভূত নাকি অত্যন্ত বিপদজনক। রাস্তায় সন্ধ্যার পর কেউ একলা গেলে হঠাৎ দারহা ভূত সামনে এসে বলে তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হবে। কুস্তি লড়ল তো ভালো, না লড়লে সেই ভূত হঠাৎ শাল গাছের মতো লম্বা হয়ে যায়। আবার পরক্ষণেই লুমরীর মতো বেটে হয়ে যায়। এইরকম মিনিট পাঁচেক ভয় দেখিয়ে দারহা চামচিকে পাখির রূপ ধরে আকাশে উড়ে যায়।

ওঁরাও খাঁরওয়াররা সাড়ুয়াবুড়িকে বনদেবতা বলে মানে এর পরিচয় আছে উপন্যাসে— সাড়ুয়াবুড়ি আর কেউ নন একটি সুন্দরী শাল গাছ; যাকে ওরা সকলে ‘বনদেওতা’ বলে মেনেছে। ওরা বিশ্বাস করে এই সাড়ুয়াবুড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরেই বৃষ্টি হওয়া, না হওয়া নির্ভরশীল। অশেষ তার ক্ষমতা।

‘পারিধী’ উপন্যাসেও আছে লোকবিশ্বাস প্রসঙ্গ। উড়িষ্যার বিড়িগড় অঞ্চলে কন্দ উপজাতির বাস। এক ধরনের ছোট পাখি গাছের মগডালে বসে টেনে টেনে ডাকে তু নাশ তু নাশ। মানে তোর সর্বনাশ হোক। এই পাখির ডাক শুনলেই গ্রামের লোক ঢিল মারে। তাদের বিশ্বাস এই পাখি তাদের সর্বনাশ কামনা করে।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে অতিথির আগমন ঘটে। এই প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে ‘একটু উষ্মতার জন্য’ উপন্যাসে। ছুটির ধারণা হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে ঘরে অতিথি আসে। একদিন হঠাৎ করে সুকুমার বোস ছুটির ঘরে যান। সেদিন সুকুমার বোসকে দেখামাত্রই ছুটি বলে—

“আজ সকালে কাজে যাওয়ার সময় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিরুনিটা হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গেল মাটিতে। তখনই জানি, আপনি আসছেন।”^২

শুধুমাত্র প্রান্তিক মানুষের মধ্যেই লোকবিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি লোক উপাদানগুলি সীমাবদ্ধ নেই। ‘একটু উষ্মতার জন্য’ উপন্যাস থেকে জানা যায় নাগরিক মানুষ ছুটির মনের মধ্যেও গেঁথে আছে পুরনো লোকবিশ্বাস।

‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে আছে লোক চিকিৎসার কথা। পালামৌ অঞ্চলে সারা জঙ্গল গরমের দিনে ‘ম’ ‘ম’ করে মহুয়ার গন্ধে। ওঁরাও ও খাঁরওয়াররা এই মহুয়াকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে—

“ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে গোড়ালি মচকে গেল, তো শুখা মহুয়া গরম করে শেখ দিন ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ঠিক।”^৩

এই এলাকার মানুষেরা বাঘের চর্বির তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে—

“কেউ বলছে বাঘের চর্বি চাই, তেল করবে, বাড়িতে বুড়ি মা আছে, বাত হয়েছে, বাত নাকি বাঘের চর্বির তেল ছাড়া সারবে না।”^৪

আবার ওঁরাওদের বিশ্বাস ভাল্লুকের কবুরা খেলে কমজোরি মানুষও একদম মস্ত হয়। অর্থাৎ তার যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

‘সম’ উপন্যাসেও বিভিন্ন ঔষধি গুণ সম্পন্ন ভেষজ উদ্ভিদের নামের উল্লেখ আছে। যেমন ‘সুরভি নিম্ব’ (কারি পাতা) খুব ঔষধি গুণ সম্পন্ন। এই পাতার রস আমাশয় ও রক্ত আমাশা নিরাময় করে। শরীরের বল বৃদ্ধি করে। পাতা বাটা লাগালে চুলকানি সারে। ‘চিতা’ এক ধরনের গুল্ম। এদিয়ে চর্ম রোগের ওষুধ তৈরি হয়। এর কষ ফোঁড়ায় লাগালে ফোড়া ফেটে যায়। তিল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বাত সারে। ‘সঞ্জীবনী’ এক ধরনের লতা। এই লতা সিদ্ধ করে জল খেলে জীবনী শক্তি বাড়ে, যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া ‘সম’ উপন্যাসে লোকখাদ্যেরও নানান কথা জানা যায়। গরিব মানুষেরা শুকনো মছুরা খেয়ে বেঁচে থাকে। নানারকম কন্দ হয় যা ভালুক আর শুয়োরের সঙ্গে লড়াই করে মাটি থেকে খুঁড়ে, তার তেতো স্বাদ ঝর্ণার জলে দু-তিন দিন রেখে একটু কমিয়ে এনে তারপর জঙ্গলের মানুষেরা সিদ্ধ করে খায়।

লোকছড়ার প্রসঙ্গ আছে ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র যশোয়ন্ত যখন চুরুলিয়ার বস্তিতে যায় তখন তার গাড়ির মবিলের টিন চুরি হয়ে যায়। মবিলের টিন উদ্ধার করার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করে সে। একটা খাপরার ঘরে একটি কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে কাপালিকের মত যশোয়ন্ত সরল সুর করে জলদ গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বাংলা ছড়া বলে —

“দুটো ঘুঘু পাখি,
দেখিয়ে আঁখি,
জাল ফেলেছে পদ্মার জলে,
দুটো ছাগল এসে
হেসে হেসে,
খাচ্ছে চুমু বাঘের গালে।”^৫

‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। হুইটলি সাহেব তার স্ত্রী, বন্ধু ও বোন জেসমিনকে রুম্মাভিতে নিয়ে আসেন শিকার করার উদ্দেশ্যে। জেসমিনের সঙ্গে লাল সাহেবের অন্তরঙ্গতা দেখে যশোয়ন্ত লাল সাহেবকে বলে —

“সাবাস দোস্ত। গুরু গুড়; চেলা চিনি।”^৬

এই প্রবাদটির অর্থ হল প্রেমের ব্যাপারে যশোয়ন্তকে টেক্কা মেরে লাল সাহেব এগিয়ে যাবে।

লাল সাহেব ঝুমরুর সঙ্গে শিকারে গেলে তারা যখন শিকারের আশায় গাছের উপর বসে থাকে তখন তলা দিয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাত সুগান সিং যায়। লাল সাহেব ঝুমরুকে প্রশ্ন করে, সে সুগান সিংকে ভয় পাই কিনা। তখন ঝুমরু বলে সে কাউকে ভয় পায় না। এরপর প্রবাদ আওড়ায়—

“বাপকি বেটা সিপাহী কি ঘোড়া, কুচ নাহিত থোড়া থোড়া।”^৭

‘সম’ উপন্যাসে লোকগান ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় রওনাকের অনুরোধে মকবুল গান করে। গানের প্রেক্ষাপট হল— বস্তির মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বছরেরও বেশি। মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। কুয়োটলার সখিরা বলে বরের আদর খাচ্ছিস তো খুব মজা করে। বউ তার মজার কথা গান গেয়ে শোনায়—

“দিন কি ব্যায়রন শাস-ননদিয়া
রাত কি ব্যায়রন জুকাইয়া
ম্যায় ক্যায়সি করু?
য্যায়সে ত্যায়সে জুকাইয়া ডুবি
শাস পড়ি হ্যায় দাবাইয়া
ম্যায় ক্যায়সি করু?”^৮

অর্থাৎ বউটি বলে মজা না ছাই। দিনের বাধা শাশুড়ি আর ননদ আর রাতের বাধা চাঁদ। কি করব আমি? যা তা করে চাঁদ যদি বা বিদায় হল তো শাশুড়ি বলে গা-পা টিপে দে বউ।

‘পারিধী’ উপন্যাসে দেখি, বিড়িগড় থেকে উৎরাই বেয়ে নামার সময় রাজেন ও কথক একটি গান শুনতে পান। শাল গাছের নিচে কালো পাথরের ওপরে বসে ১২-১৩ বছরের কন্দ কিশোর মোষ চরাতে চরাতে গান করছিল—

“তব উঁচু কুঁচ ছুঁয়ি, নিয়ম করিলু মুয়ি, প্রাণনাথ হে; প্রাণনাথ হে।”^৯

আবার চন্দনের বিয়ের আসরে গান শোনা যায়—

“আলো শুকিলা সারু, মন মরি গেলা দ্বিপাহারু।”^{১০}

অর্থাৎ ওরে শুকনো কচু, দুপুর বেলাতেই মন মরে গেল।

‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে দেখা যায় পালামৌ অঞ্চলে ওঁরাও খাঁড়োয়াররা ভেজ্জা নাচের গান করে—

“এই দাদা তুই আমাকে জামপাতা এনে দিলে,
তোর সঙ্গে আমি ভেজ্জা নাচব;
কানে জামপাতা পরব।”^{১১}

সারহুল উৎসবে মারিয়ানার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সারহুল গান—

“হালফিলের মেয়েরা প্রজাপতির মতো নরম।
হাত ছুঁয়ে দেখো —
কী নরম —
ইস্ প্রজাপতির মতো নরম।”^{১২}

পালামৌ অঞ্চলে ওঁরাও ও খাঁড়োয়াররা বাঘ মারলে তার নখগুলি যত্ন করে রাখে। সেই বাঘ নখ দিয়ে বউয়ের গলার হার বানিয়ে দেয়। এছাড়া পেতলের গয়না, কাঠের চিরুনি প্রভৃতি লোক অলংকারের বর্ণনা আছে ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে। ‘সম’ উপন্যাসে আছে লোকভাষা, লোকশব্দের প্রয়োগ। অনন্যর আস্তানার কর্মী মারুমারিয়া। তার ভাই তুফান। আদিবাসী সমাজের যুগ যুগান্তের বঞ্চনার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিয়েছে সে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘কড়াক পিঙ’ শব্দ প্রচলিত। এর অর্থ গুলি করে দেওয়া।

‘পারিধী’ উপন্যাসে কিংবদন্তীর প্রসঙ্গ আছে। উড়িষ্যার বিড়িগড়ে কন্দ উপজাতির বাস। এই উপন্যাসে কন্দদের সম্পর্কে একটা জনশ্রুতি আছে যে, যখন কন্দরা এই এলাকায় উপস্থিত হয় তখন কুমু বলে আরেকটি উপজাতির লোকেরা তাদের স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি কন্দদের হাতে দিয়ে পাহাড়ের ওপরের মালভূমি থেকে মেঘের ভেলায় চড়ে চিরদিনের মত অন্তর্ধান করেছিল। এখনো তাই কন্দরা কুমুদের সম্মানের চোখে দেখে কুমুদের বড় ভাই বলে স্বীকার করে। কন্দরা মনে করে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা জামো পেনুর বড় ছেলের থেকে কুমুরা এবং জামো পেনুর ছোট ছেলে থেকে কন্দরা উদ্ভূত হয়েছে। ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে আছে লোকনৃত্য ও লোকবাদ্যের প্রসঙ্গ। সারহুল ও ভেজ্জা এই দুই ধরনের নাচ পালামৌ অঞ্চলে প্রচলিত। ছেলেরা-মেয়েরা মিলে ভেজ্জা নাচ নাচে। পায়ের তালে তালে কোমর দোলানোর ছন্দে, আখির ঠারে ঠারে ওরা নাচে। উপন্যাসে লাল সাহেব শিকার করার জন্য মাচায় বসেন সঙ্গে রাখেন ‘শিঙে’। মোষের সিং দিয়ে তৈরি হয় শিঙে। গ্রামের মানুষেরাও বিপদে পড়লে শিঙে বাজিয়ে জানান দেয়।

‘সম’ উপন্যাসে দেখা যায় উড়িষ্যার কেশকাল ঘাটি অঞ্চলে একটি উপজাতির মেয়েদের বলে ‘মোটিয়ারী’ এবং ছেলেদের বলে ‘চোলিক’। এরা দল বেঁধে ভিন গায়ে গান গায়, কাঠি নাচ নাচে। ‘রোলো রোলো’ মারিয়াদের এক রকমের বিশেষ নাচ। পালা পার্বণে তারা এই নাচ নাচে। কোমর ঝুঁকিয়ে মাথাতে পসরা নিয়ে গলায় প্রেমিকের দেওয়া রঙিন পাথরের মালা পড়ে তারা রোলো রোলো নাচে আর গান গায়।

লোক উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায় ‘কোয়েলের কাছে’ উপন্যাসে। পালামৌ অঞ্চলে ওঁরাও উপজাতির লোকদের কাছে শিকার এক সামাজিক উৎসব। একসময় শিকার করা এদের প্রধান জীবিকা ছিল। খাঁড়োয়ারদের প্রিয় দেবতা মুচুকরানি। মুচুকরানির বিয়েটা ওদের কাছে এক বিশেষ উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নাচ-গান হত।

সারুয়াবুড়িকে ঘিরে ওঁরাওরা পালন করতো সারহুল উৎসব। সারুয়াবুড়ি একটি সুন্দরী শালগাছ। এই গাছটিকে ওঁরাওরা বৃষ্টির দেবী বলে মনে করে। শাল গাছে যখন থোকা থোকা ফুল ধরে, হাওয়ায় হাওয়ায় যখন শালফুলের গন্ধ ভেসে আসে, ঋতুরাগি বসন্ত যখন জঙ্গলে অসীম মহিমায় অধিষ্ঠিত হন - তখন তারা এই উৎসব করে।

‘সম’ উপন্যাসেও আছে লোক উৎসবের বর্ণনা। অনেক দুঃখের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও ভারতের আদিম অধিবাসীরা উৎসব পালন করতে ভোলে না। বিভিন্ন উপজাতির লোকদের উৎসব ভিন্ন ভিন্ন। মারিয়া নামে যে উপজাতি আছে তারা রাস উৎসব পালন করে। তাদের ভাষায় বলে ‘চৈত দাভার’।

অরণ্যমন্ডলের কথাকার বুদ্ধদেব গুহ শুধুই প্রকৃতিকে সাহিত্যে রূপ দেননি সেই সঙ্গে অরণ্যের অধিবাসীদের কথা ও জীবনপ্রণালীকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। বনপ্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা মানুষদের মনপ্রকৃতিকেও তুলে ধরেছেন। আদিম প্রকৃতির মায়াচ্ছন্ন পরিবেশ সেই অঞ্চলের নারী পুরুষদেরও রহস্যময় করে তুলেছে। তাই তাদের সংস্কার-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার সবকিছুর মূলেই রয়েছে প্রকৃতি। তবে বুদ্ধদেব গুহ শুধুমাত্র প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় করেননি সেই সঙ্গে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়েছেন অরণ্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের লোকজ উপাদানগুলির সঙ্গে। তিনি হারিয়ে যাওয়া লোকজ উপাদানগুলিকে পরম মমতায় তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানের পাশাপাশি তিনি পরিচয় করিয়েছেন ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। বুদ্ধদেবের উপন্যাস পাঠ করে আমরা জানতে পারি উড়িষ্যার বিড়িগড়ে থাকা কন্দ উপজাতির কথা, পালামৌ অঞ্চলে বসবাসকারী ওঁরাও-খাঁরওয়ারদের কথা, আবার উড়িষ্যার কেশকাল ঘাটি অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের জীবিকার সঙ্গেও পরিচিত হই আমরা। কন্দ উপজাতির ধর্মীয় বিশ্বাস, ভ্রাতা উপজাতির লোকাচার, লোকসংস্কার, ওঁরাও-খাঁরওয়ারদের লোকদেবতার কথাও আমরা জানতে পারি। বুদ্ধদেবের উপন্যাস পাঠ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকদেবতা, লোকগান, লোককথা প্রভৃতি আরণ্যক মানুষদের লোকায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগুলি। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে আছে কালের প্রবাহমানতায় হারিয়ে যেতে বসা গ্রামবাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানান প্রসঙ্গ। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিকূলতায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংস্কৃতি, সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-আচরণ তাদের চাওয়া-পাওয়া প্রভৃতি অনালোকিত দিকগুলিকে বুদ্ধদেব গুহ আবিষ্কার করেছেন। আর সেই সব উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেছেন উপন্যাসগুলিতে। ভারতের নানান প্রান্তে ভ্রমণের সূত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ লোক উপাদানগুলি আহরণ করে সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অনন্য হয়ে আছে তেমনি লোকজ উপাদানগুলিও নতুন করে মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। তাই বলা যেতে পারে ঐতিহ্য, লোকজ উপাদান, সংস্কৃতি অনুসন্ধানকারী বুদ্ধদেব গুহ যেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মানস হয়ে উঠেছেন। আর লোক উপাদানের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ছিল বলেই নানান লোকজ উপাদানের সংমিশ্রণে বুদ্ধদেব গুহ-র উপন্যাসগুলি অনন্য হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. গুহ, বুদ্ধদেব, কোয়েলের কাছে, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০২৩, পৃ. ৪৩
২. গুহ, বুদ্ধদেব, একটু উষ্ণতার জন্য, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ৮৫
৩. গুহ, বুদ্ধদেব, কোয়েলের কাছে, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০২৩, পৃ. ১৭
৪. তদেব, পৃ. ৪০
৫. তদেব, পৃ. ১২২
৬. তদেব, পৃ. ৪০
৭. তদেব, পৃ. ৭২
৮. গুহ, বুদ্ধদেব, সম, কলকাতা : সাহিত্যম, কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃ. ৮১
৯. গুহ, বুদ্ধদেব, জঙ্গল সম্ভার, পারিধী, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ. ১৮১
১০. তদেব, পৃ. ২২৭
১১. গুহ, বুদ্ধদেব, কোয়েলের কাছে, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০২৩, পৃ. ৫৮
১২. তদেব, পৃ. ১৭২

Bibliography:

- গুহ, বুদ্ধদেব, সারস্বত, কলকাতা : সাহিত্যম্, ১৪২৮
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, অক্টোবর ২০১৭
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০২১
- মুখোপাধ্যায়, বামাপ্রসাদ ও ভট্টাচার্য, সুবোধ সম্পাদিত, এবং বুদ্ধদেব, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০২০
- মুখোপাধ্যায়, বামাপ্রসাদ ও ভট্টাচার্য, সুবোধ সম্পাদিত, প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব গুহ, কলকাতা : সাহিত্যম্, ২০০৭
- সিংহ, মীনাক্ষী, অরণ্যমন বুদ্ধদেব গুহ, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৮